

কলকাতা হাইকোর্ট
সাংবিধানিক রিট এক্টিয়ার
আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত

২০০৮-এর ডব্লিউ. পি. এ ১৪২৯
২০০৮-এর সি. এ. এন ১,
২০১৫-এর সি. এ. এন ৩
ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও সংস্থা
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর পক্ষে : শ্রী রঞ্জন বাচাওয়াত
: শ্রী সুমন কে. আর. দত্ত
: শ্রী স্যামন্তক ব্যানার্জি
: শ্রী এস. দাশগুপ্ত
: সুশ্রী শুভ্রা দাস
: শ্রী এস. মিত্র
..... আইনজীবীগণ

কে. এম. ডি. এ-র পক্ষে : শ্রী কিশোর দত্ত
: শ্রী সত্যজিৎ তালুকদার
..... আইনজীবীগণ

শুনানির শেষ তারিখ : ১৬.০৫.২০২৩

রায় : ০২.১১.২০২৩

বিচারক জয় সেনগুপ্ত :

১. এটি একটি আবেদন যা উত্তরদাতার উপর নির্দেশের জন্য প্রার্থনা করছে যে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী নং ২-কে বিতর্কিত জমি থেকে বিতাড়িত করবে না এখানে প্লট নম্বর হচ্ছে আই. এন. ডি-৮/১ মোজা-নোনাডাঙ্গায় প্রায় ৬ একর এই জমি প্রশ্নের সম্মুখিন, এটি বাতিল করুন এবং

বরাদ্দ বাতিলের চিঠি বাতিল করেন তারিখ ১৪/১৭.১২.২০০৭।

২. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী নিম্নরূপ বলেছেন। সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান সত্ত্বেও কেএমডিএ দ্বারা একতরফাভাবে নতুন শর্ত আরোপ করা হয়েছিল আবেদনকারীর বরাদ্দ বাতিল করার উদ্দেশ্যে। অনুমোদনের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে নির্মাণ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং কেএমসি দ্বারা পরিকল্পনা অনুমোদনের মাস থেকে ৩ বছরের মধ্যে ১৩.০২.২০০৭ তারিখের চিঠির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছিল। ১৪/১৭.১২.২০০৭ তারিখের সমাপ্তি নোটিশে, এটি রেকর্ড করা হয়েছিল যে অনুমোদনের তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে নির্মাণ শুরু করা প্রয়োজন ছিল। বরাদ্দের দুই মাসের মধ্যে নির্মাণ শুরু করতে আবেদনকারীর ব্যর্থতার জন্য বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছিল বলে প্রথমবার হলফনামায় বিরোধী পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এটি অনুমোদিত ছিল না। বরাদ্দের শর্তাবলী পরিবর্তনের জন্য নতুন শর্তটি একতরফাভাবে প্রয়োগ করার জন্য কে. এম. ডি. এ-র সিদ্ধান্ত নির্বিচারে এবং বৈষম্যমূলক উভয়ই ছিল। একটি অধিকার যা একবার ন্যস্ত করা হয়েছিল তা একতরফাভাবে রাজ্য দ্বারা কেড়ে নেওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে আবেদনকারীর কাছে শারীরিক দখল হস্তান্তর করা হয়েছিল। আবেদনকারীর কাছ থেকে কোনও বকেয়া ছিল না। কে. এম. ডি. এ কর্তৃক গৃহীত ভিত্তি যে ২০০৭ সালের নতুন প্রকল্প অনুসারে অনুমোদনের তারিখ থেকে ২ বছরের মধ্যে নির্মাণ শুরু হওয়ার কথা ছিল, আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে না। মূল অধিকারগুলিকে প্রভাবিত করে এমন সমস্ত আইন সম্ভাব্যভাবে কাজ করে এবং আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় স্পষ্ট ও বাধ্যতামূলক না হলে, যদি তারা স্বার্থান্বেষী অধিকার ও বাধ্যবাধকতাগুলিকে প্রভাবিত করে তবে তাদের পশ্চাদপসরণের বিরুদ্ধে একটি অনুমান ছিল। সাদৃশ্যতা শ্রী কৃষ্ণ উলেন মিলস লিমিটেড, বোম্বে বনাম আমদানি এবং রপ্তানি নিয়ন্ত্রক রাখা হয়েছিল

১৯৮৯ (২৪) ই. সি. আর. ১৫ (বোম্বে)। কে. এম. ডি. এ দ্বারা একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) গৃহীত হয়েছিল। আবেদনকারী দ্বারা ডিপিআর স্বীকারযোগ্যভাবে ২১.০৩.২০০৭-এ জমা দেওয়া হয়েছিল। কে. এম. ডি. এ স্বীকার করেছে যে ডিপিআর জমা দেওয়া হয়েছিল, তবে এটি যথেষ্ট ব্যাপক ছিল না। ডিপিআরের গুণমান সম্পর্কে পরবর্তী কোনও যোগাযোগ প্রকাশ করা হয়নি। আবেদনকারীর জমা দেওয়া ডিপিআরটি আজ অবধি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। কে. এম. ডি. এ আবেদনকারীর জমা দেওয়া ডিপিআর গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়। প্রশাসনিক আদেশ পাস হওয়ার পরে ভুল সমাপ্তির জন্য অতিরিক্ত নতুন ভিত্তি পরবর্তী পর্যায়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। ডিপিআর এবং অনুমোদিত ভবন পরিকল্পনার অনুলিপি জমা দিতে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে কেএমডিএ দ্বারা বরাদ্দের ভুল সমাপ্তি ঘটানো হয়েছিল; বরাদ্দের তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে অনুমোদিত ডিপিআর অনুসারে নির্মাণ শুরু করতে ব্যর্থতা হয় ; ৬ বছর পরে নির্মাণ শুরু করতে ব্যর্থতা হয় । হলফনামায় বিরোধীদের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল যে বরাদ্দের তারিখ থেকে ২ বছরের মধ্যে নির্মাণ শুরু করতে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে বরাদ্দের অবসান ঘটানো হয়েছিল। মহিন্দর সিং গিল ও সংস্থা বনাম নয়াদিল্লির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য-(১৯৭৮) ১ এসসিসি ৪০৫ এর উপর সাদৃশ্যতা স্থাপন করা হয়েছিল। চুক্তিবদ্ধ বিষয়ে রিট কোর্টের এখতিয়ার বাদ দেওয়া হয়নি। এবিএল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন এবং ইউনিটেক লিমিটেড বনাম তেলেঙ্গানা স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কর্পোরেশন, ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৯৯ তে সরকারি কর্তৃপক্ষকে সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়নি। এর উপর আরোপিত শুল্ক পালনে ব্যর্থতা ম্যান্ডামাসের রিট আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল [আন্দি মুক্ত সদগুরু বনামভি. আর. রুদানি রিপোর্ট করেছেন (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি ৬৯১]। প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ উকিল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, যেহেতু উত্তরদাতা নং ১, এটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে রিট আবেদনের শুনানির সময় তাঁর কাছে কোনও জমা দেওয়ার বিষয় ছিল না। এটি লক্ষণীয় যে, উত্তরদাতা কে. এম. ডি. এ-র জ্ঞাতিতেই আবেদনকারী নং ১-এর নাম পরিবর্তন করে আবেদনকারী নং ২ করা হয়েছিল। তাই প্রজেক্টস লিমিটেড হিসাবে ২০.০৩.২০০২ এবং ১২/১৩ ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে। এই ধরনের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, উত্তরদাতা কে. এম. ডি. এ আবেদনকারী নং ২-এর পরিবর্তে ১৪/১৭ টি ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখের সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে। ১৯৫২ সালের এ. আই. আর এস. সি ১২-এ বর্ণিত রায়টি কে. এম. ডি. এ-র বিজ্ঞ উকিলদের দ্বারা আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভর করা হয়েছিল যা ম্যান্ডামাস-এর এখতিয়ার আহ্বান করার মূল বিষয় ছিল। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং (২০০৪) ৩ এস. সি. সি ৫৫৩ এবং ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৯৯-এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান/সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গি বহাল রাখা হয়েছিল, যার ফলে ম্যান্ডামাস-এর এখতিয়ারের পরিধি প্রসারিত হয়েছিল, যার মধ্যে আবেদনকারীদের মামলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম টিম-এশিয়া লাখী সেমিকন্ডাক্টরস লিমিটেডের রায় (২০১৪) ১৪ এস. সি. সি. ৭১৬-এ কে. এম. ডি. এ-র বিজ্ঞ উকিলদের দ্বারা উল্লিখিত রায়টি বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য ছিল না, কারণ এই রিট আবেদনে বিবেচনার পুরো অর্থ প্রদান থেকে অনুমতিযোগ্য দখল অর্জিত হয়েছিল। কে. এম. ডি. এ-র বিজ্ঞ উকিলদের দ্বারা নির্ভর করা রায়ের প্রকৃত ভিত্তি ছিল পুরো বিবেচনার পরিমাণের অর্থ প্রদান না করার উপর ভিত্তি করে। উপরন্তু, আবেদনকারীর মামলাটি অনুমতিযোগ্য দখলের ছিল না। আবেদনকারী, বর্তমান রিট আবেদনে, কে. এম. ডি. এ দ্বারা ভুল সমাপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যদিও প্রক্রিয়ার সময়

শুনানির সময়, অনুমতিমূলক দখলের এই বিষয়ে কে. এম. ডি. এ-র বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি আনুষ্ঠানিকভাবে অন্য কোনও রায় উদ্ধৃত করেননি, তবে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়, মারিয়া মার্গারিডা সেকুইরা ফার্নান্দেজ বনাম ইরাসমো জ্যাক ডেড সেকুইরা মামলায় (২০১২) ৫ এস. সি. সি ৩৭০-এর উপর কে. এম. ডি. এ তার লিখিত যুক্তিতে নির্ভর করেছিল, এই যুক্তি দিয়ে যে অনুমতিমূলক দখলের ক্ষেত্রে, এটি এমন শিরোনাম ছিল যা প্রথমে দেখতে হবে এবং দখলকে শূন্যতায় দেখা যাবে না এবং আদালতের সুরক্ষা কেবল সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যেতে পারে যার পক্ষে বৈধ বা স্থায়ী লিখিত নথি রয়েছে। বর্তমান মামলায় সুপ্রিম কোর্টের উক্ত রায় প্রযোজ্য ছিল না, কারণ আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছিল যে, মালিকানা নথি, একটি নিবন্ধিত লিজ দলিল হওয়ায় কে. এম. ডি. এ ইচ্ছাকৃতভাবে তা কার্যকর করেনি। উপরন্তু, উল্লিখিত অনুচ্ছেদে, সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা আইনের একমাত্র নীতি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে, যে ব্যক্তির পক্ষে বৈধ লিখিত নথি ছিল, সেই মামলার সত্যিকারের ম্যাট্রিক্সে, যেখানে বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিরোধের উদ্ভব হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আবেদনকারী/স্ত্রীর পক্ষে ত্রাণ দেওয়া হয়েছিল, যিনি মামলা সম্পত্তির উপর বৈধ মালিকানা থাকা সত্ত্বেও নিষেধাজ্ঞার আদেশ ভোগ করেছিলেন। বর্তমান মামলাটি সম্পূর্ণ বিপরীত বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে জড়িত, যেখানে রিট আবেদনকারীরা বরাদ্দের চিঠি সহ বিষয় প্রাঙ্গণের দখলে ছিলেন, যা কে. এম. ডি. এ দ্বারা অবৈধভাবে বাতিল করা হয়েছিল এবং এই ধরনের অবৈধ সমাপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলায় আবেদনকারীরা কোনও যে কোনও অনুমতিমূলক দখল এবং আবেদনকারীরা বরাদ্দের চিঠি জারি করার অধিকারের ভিত্তিতে অধিকার দাবি করেননি।

পুরো অর্থ বিবেচনার অর্থ প্রদান, সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান সত্ত্বেও কে. এম. ডি. এ দ্বারা একতরফাভাবে নতুন শর্ত আরোপ করা, বরাদ্দের সমস্ত ধারা মেনে চলা এবং ভুল সমাপ্তি থেকে আসে। উপরন্তু, এই রায়ের আলোকে আবেদনকারীদের মামলাটি দেখে, আবেদনকারীরা দীর্ঘ দখল নির্বিশেষে সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বা প্রহরী বা সুদ অর্জনকারী কর্মচারী ছিলেন না, বরং আবেদনকারীরা সম্পূর্ণ বিবেচনার পরিমাণ ৮,৭৫,১৭,৩৬০ টাকা প্রদান করে সম্পত্তির সমস্ত অধিকার এবং সুদ অর্জন করেছিলেন এবং অতিরিক্ত পরিমাণ টাকা ৩,৪৯,৩৩,৪০০ টাকা যা সন্তুষ্টির পরে, কে. এম. ডি. এ দ্বারা আবেদনকারীদের কাছে দখল হস্তান্তর করা হয়েছিল। একইভাবে, এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও রায় উদ্ভূত করা হয়নি যে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক রিট মঞ্জুর করা যেতে পারে যেখানে উত্তরদাতার উপর একটি বিধিবদ্ধ কর্তব্য আরোপ করা হয়েছিল এবং সেই বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা পালনে উত্তরদাতার পক্ষ থেকে ব্যর্থতা ছিল এবং বর্তমান ক্ষেত্রে, উত্তরদাতার দ্বারা এ জাতীয় কোনও বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা হয়নি। যাইহোক, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়, লেখরাজ সত্রমদাস লালভানি বনাম এন. এম. শাহ, ডেপুটি কাস্টোডিয়ান কাম ম্যানেজিং অফিসার, বোম্বে এবং ওআরএস-এর ক্ষেত্রে, এ. আই. আর ১৯৬৬ এস. সি ৩৩৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে কে. এম. ডি. এ তার যুক্তির লিখিত নোটে এই ইস্যুটির সমর্থনে নির্ভর করেছিল। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের উক্ত রায় বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য ছিল না, যেহেতু (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি ৬৯১-এ রিপোর্ট করা পরবর্তী রায়ে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে বলেছিল যে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বাধ্যতামূলক রিট আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। অন্য মামলার পরবর্তী রায় (২০০৪) ৩ এস. সি. সি ৫৫৩, মাননীয় সুপ্রিম

আদালত আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, চুক্তিভিত্তিক বিষয়ে রিট আদালতের এখতিয়ার বাদ দেওয়া হয়নি। অন্যথায়, এ. আই. আর ১৯৬৬ এস. সি ৩৩৪-এ বর্ণিত উক্ত রায়ে, রিট আবেদনকারীকে কেবল উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ দ্বারা ব্যবস্থাপক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্র জারি করা হয়নি। তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, কে. এম. ডি. এ দ্বারা কেবল একটি আনুষ্ঠানিক বরাদ্দ পত্র জারি করা হয়নি, তবে দখলও আবেদনকারীদের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানও করা হয়েছিল। কে. এম. ডি. এ-র বিদ্বান উকিলদের দ্বারা যুক্তি দেওয়া অন্য প্রস্তাবটি ছিল যে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম জোহরি মাল (২০০৪) ৪ এস. সি. সি ৭১৪-এ রিপোর্ট করেছিলেন যে এই রায়ের উপর নির্ভর করে চুক্তিভিত্তিক বিষয়ে বিচারিক পর্যালোচনা করা যাবে না। সেই রায়ে নিজেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সিদ্ধান্তটি অযৌক্তিক ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হলে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং ঘটনাগুলির পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। প্রশাসনিক অসুবিধার বিষয়টি বিবেচনা করে যোগ্যতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। বর্তমান ক্ষেত্রে, কে. এম. ডি. এ দ্বারা বরখাস্তের সিদ্ধান্তটি একেবারে অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক ছিল।

৩. কে. এম. ডি. এ-র পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ কৌঁসুলি নিম্নরূপ জমা দিয়েছিলেন। স্বীকারযোগ্য যে রিট আবেদনকারীদের জমিটির প্রকৃত দখল দেওয়া হয়নি এবং ইজরা দলিল তাদের পক্ষে কার্যকর করা হয়নি। জমি বরাদ্দ জমির উপর কোনও মালিকানা অধিকার তৈরি করেনি। রিট আবেদনকারীরা অনুমতিমূলক দখলে ছিলেন। অনুমতিমূলক দখলে থাকাকালীন, একজন ব্যক্তি মালিক বা মালিকানাধারকের পক্ষে দখল রেখেছিলেন। এটি ভালভাবে স্থির হয়েছিল যে যেখানে কোনও সীমিত উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তিকে অনুমতিমূলক দখল দেওয়া হয়েছিল, সেখানে এই ধরনের অনুমতিমূলক দখল কোনও সুদ বা এই ধরনের ব্যক্তির পক্ষে অধিকার তৈরি করবে না। প্লটটি মালিকের সম্পত্তি থাকবে

যেহেতু যে শর্তের ভিত্তিতে হস্তান্তর হওয়ার কথা ছিল তা পূরণ করা হয়নি। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের অন্দ্রপ্রদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম টিম-এশিয়া লাথি সেমিকন্ডাক্টরস লিমিটেডের (২০১৪) ১৪ এস. সি. সি. ৭১৬-এর রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছিল। রিট আবেদনকারীদের পক্ষে জমি বরাদ্দ বাতিল করার ক্ষেত্রে কোনও অবৈধতা ছিল না। বাতিলকরণের আদেশটি অবৈধ বলে ধরে নিয়ে রিট আবেদনকারীরা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বাধ্যতামূলক প্রকৃতির রিট মঞ্জুর করার জন্য এই আদালতে যাওয়ার অধিকারী ছিলেন না, কারণ কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক রিট মঞ্জুর করা যেতে পারে যেখানে উত্তরদাতাদের উপর একটি বিধিবদ্ধ কর্তব্য আরোপ করা হয়েছিল এবং সেই বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা পালনে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে ব্যর্থতা ছিল। রিটের প্রধান কাজ ছিল সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত সরকারী দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা এবং উত্তরদাতাদের তাদের এখতিয়ারের সীমার মধ্যে সরকারী কাজ সম্পাদন করা। বর্তমান মামলায় জমি বরাদ্দ বা বাতিলের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের কোনও বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা ছিল না। এটি রিট আবেদনকারী এবং উত্তরদাতাদের মধ্যে সহজতর চুক্তির বিষয় ছিল। কোনও সরকারি কর্মচারীর উপর তাঁর দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে যে কোনও কর্তব্য বা বাধ্যবাধকতা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও রিটের যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রয়োগ করা যেত না। লেখরাজ সত্রমদাস লালভানি বনাম এন. এম. শাহের রায়টি এই বিষয়ে নির্ভরশীল ছিল। বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা এখন এই আদালতের একাধিক সিদ্ধান্তে ভালভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। এটি সাধারণ বিষয় যে আদালতের কোনও এখতিয়ার থাকবে না। চুক্তি দ্বারা পরিচালিত কোনও বিষয়ে রিট আবেদন গ্রহণ করার জন্য

যেহেতু এতে পাবলিক আইনের উপাদান জড়িত থাকবে না। একটি ম্যান্ডামাস জারি করার জন্য ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের শর্তগুলির মধ্যে একটি ছিল যে আদালতকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তির একটি আইনি অধিকার রয়েছে, যা তাকে কোনও নাগরিকের যে কোনও অধিকারের অধিকারী করে এবং রাজ্য বা কোনও সরকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা কোনও সংশ্লিষ্ট আইনি দায়িত্ব পালন করে, একটি ম্যান্ডামাস রিট জারি করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রশাসনিক ও স্থানীয় সংস্থাগুলি সহ যে কোনও সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি ম্যান্ডামাস উপলব্ধ ছিল এবং এটি কোনও ব্যক্তি যিনি কোনও আইন বা সাধারণ আইন দ্বারা আরোপিত কর্তব্যের অধীনে ছিলেন তাকে একটি নির্দিষ্ট আইন করার জন্য মিথ্যা বলবে। ম্যান্ডামাস প্রকৃতির একটি রিট বা আদেশ পাওয়ার জন্য, আবেদনকারীকে সন্তুষ্ট করতে হয়েছিল যে যে পক্ষের বিরুদ্ধে ম্যান্ডামাস চাওয়া হয়েছিল তার দ্বারা আইনী দায়িত্ব পালনের আইনি অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকারটি আবেদনের তারিখে অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে। [সেটেলমেন্ট ডিরেক্টর, অন্দ্র প্রদেশ বনাম এম. আর. আগ্নারাও, (২০০২) ৪ এস. সি. সি ৬৩৮] অধিকারের অস্তিত্ব ছিল ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগের ভিত্তি [ওড়িশা রাজ্য বনাম মদন গোপাল রুংটা এ. আই. আর ১৯৫২ এস. সি ১২-এ রিপোর্ট করেছেন]।

৪. আমি পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের কথা শুনেছি এবং রিট আবেদন, হলফনামা এবং জমা দেওয়ার লিখিত নোটগুলি পড়েছি।

৫. আবেদনকারীরা মোটামুটি সঠিকভাবেই সন্তুষ্ট যে চুক্তিবদ্ধ বিষয়ে রিটের এখতিয়ার অপরিহার্যভাবে বাদ দেওয়া হয় না। এবিএল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের (উপরে) সিদ্ধান্তের একটি উল্লেখ দেওয়া যেতে পারে।

৬. যাইহোক, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে এটি প্রদর্শিত হয় না যে প্লটের প্রকৃত দখল আবেদনকারীকে দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, কোনও ইজারা ছিল না যা তাদের পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে। জমি বরাদ্দ করার জন্য একটি মালিকানা তৈরি করার প্রয়োজন নেই

এই ধরনের জমির উপর অধিকার। সুতরাং, রিট আবেদনকারীরা সর্বোত্তমভাবে অনুমতিযোগ্য দখলে ছিলেন। এই ক্ষেত্রে, উত্তরদাতারা যথাযথভাবে টিম-এশিয়া লাক্সি সেমি কন্সট্রাক্টর লিমিটেডের (উপরে) ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। অতএব, রিট আবেদনকারীদের পক্ষে করা জমি বরাদ্দ বাতিল করার অধিকার উত্তরদাতাদের ছিল।

৭. মনে করা হয় যে আবেদনকারীদের অনুরোধে জমির মূল্য হ্রাস করা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হয়েছিল এবং ৯৯ বছরের জন্য জমির ইজারা দেওয়ার জন্য একটি বরাদ্দ পত্র জারি করা হয়েছিল। আরও দেখা যায় যে পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নাম পরিবর্তনের জন্যও কিছু অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

৮. এটি উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের যুক্তি যে রিট আবেদনকারীরা উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি অনুরোধ এবং অনুস্মারক সত্ত্বেও বরাদ্দের উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০০১ সালে এই বরাদ্দ করা সত্ত্বেও, ২০০৬ সাল পর্যন্ত তারা খুব কমই কোনও পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং কেবল সময় বাড়ানোর জন্য প্রার্থনা করছিল।

৯. মনে করা হয় যে ২০০৭ সালে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ কেএমডিএ এবং কেআইটি জমির জন্য একটি বরাদ্দ নীতি নিয়ে এসেছিল। এই নীতি অনুসারে, বরাদ্দকারীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ শুরু এবং সম্পূর্ণ করার কথা ছিল।

১০. উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ সময় বাড়ানোর জন্য আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করে এবং ১৩.০২.২০০৭ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে চূড়ান্ত মেয়াদ বাড়ানোর অনুমতি দেয় এবং আবেদনকারীদের কেএমসি থেকে ভবনের পরিকল্পনা পেতে, ৯০ দিনের মধ্যে প্রকৃত নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেয় এবং নির্মাণ তারিখ থেকে ৩৬ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য

কেএমসি থেকে অনুমোদন দরকার। এই চিঠিটি, উল্লেখযোগ্যভাবে, তখন আবেদনকারীদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।

১১. আবেদনকারীদের যা জারি করা হয়েছিল তা ছিল জমি ইজারা দেওয়ার জন্য বরাদ্দ পত্র। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে শর্তাবলী সম্পূর্ণ ছিল না এবং পরবর্তী ইজারা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতএব, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ ন্যায্যভাবে যুক্তি দিতে পারে যে যেহেতু আবেদনকারীরা সম্ভাব্য ইজারা চুক্তিতে প্রবেশ করতে বিলম্বের জন্য প্রচুর অবদান রেখেছিল যাতে কোনও প্রকল্প শুরু বা সমাপ্তির জন্য এই ধরনের শর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বরাদ্দের চিঠিতে এর উল্লেখ না করার অর্থ এই নয় যে রিট আবেদনকারীরা প্রকল্পটি শুরু করার জন্য বা শেষ করার জন্য অত্যধিক দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে পারে, বিশেষত যখন তারা শেষ ১৩. ০২. ২০০৭ তারিখের বাড়তি সময়ের জন্য চিঠিতে এই জাতীয় আরও শর্ত আরোপের বিষয়ে আপত্তি জানায়নি।

১২. এই ধরনের আরও শর্ত আরোপ করা, পূর্ববর্তীভাবে কাজ করা একটি আইন হিসাবে গণ্য হবে না। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই ধরনের শর্ত আরোপ করা যেতে পারে এবং সাধারণত একটি ইজারা চুক্তিতে আরোপ করা হয় যা আবেদনকারীদের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে সৃষ্ট অত্যধিক বিলম্বের জন্য প্রবেশ করা যায় না।

১৩. যে কোনও ক্ষেত্রে, রিট আবেদনকারীরা নির্দিষ্ট শর্তে সময় বাড়ানোর অনুমতি দিয়ে ১৩.০২.২০০৭ তারিখের চিঠিটি গ্রহণ করার পরে ফিরে আসতে পারবেন না এবং এখন পূর্ববর্তী হওয়ার জন্য খারাপ হিসাবে এই জাতীয় আরও শর্ত আরোপের বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবেন না। যদি আবেদনকারীরা এই ধরনের শর্ত স্বীকার না করতেন, এর দ্বারা এক্সটেনশন অনুমোদিত নাও হতে পারে

উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ এবং বরাদ্দটি যেমন পাওয়া যায় তেমন বা অন্য কোনও ভিত্তিতে বাতিল করা যেতে পারে।

১৪. জমির প্রাপ্যতা, বিশেষত এই রাজ্যে, খুব সীমিত। রাজ্য বা, সেই ক্ষেত্রে, কোনও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ এই ধরনের জমি খালি এবং অব্যবহৃত রাখার অনুমতি দিতে পারে না। অতএব, এই ধরনের জমির ব্যবহারকারীর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী আনা হয়। বরাদ্দের চিঠিতে এই ধরনের শর্ত নাও থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, চিঠিতে যেমন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, লিজ ডিডে সম্পূর্ণ শর্তাবলী অনুসরণ করা হত। রিট আবেদনকারীরা সময়মতো এই ধরনের লিজ ডিড কার্যকর না করার ক্ষেত্রে তাদের নিজের ভুলের সুযোগ নিতে পারে না এবং জমি ব্যবহারকারীর বিষয়ে এই ধরনের কোনও শর্তে আবদ্ধ হওয়া এড়াতে পারে না।

১৫. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি রিট আবেদনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না।

১৬. তদনুসারে, এটি বাতিল করা হয়। সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলিও নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

১৭. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

১৮. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৯. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপিগুলি সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার জন্য আবেদন করা হলে পক্ষগুলির জন্য শিক্ষিত আইনজীবীদের কাছে সরবরাহ করা যেতে পারে।

(বিচারক জয় সেনগুপ্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly